মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে?

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে?

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

বাসগৃহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের এই মৌলিক অধিকারের মধ্যে বাসস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবাসস্থল মানুষকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এবং অন্যের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। এছাড়াও বাড়ীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ব্যক্তিগত প্রয়োজন :

নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা, একান্তে ইবাদত করা প্রভৃতি প্রয়োজনে বাসস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া সন্তান প্রতিপালন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা এবং নিজেদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজন বাড়ী-ঘর।

২. সাংস্কৃতিক প্রয়োজন :

মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির পরিশীলিত রূপ হচ্ছে সাংস্কৃতি। এক এক এলাকা, জাতি ও ধর্মের সাংস্কৃতি একেক ধরনের। সুতরাং নিজস্ব সাংস্কৃতির লালন ও চর্চার জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতি চর্চা করা যায় না। যেমন মুসলিম পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের থাকা ও ঘুমানোর জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা রাখা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর। আর তাদেরকে (ছালাতের জন্য প্রয়োজনে) প্রহার করা, যখন তাদের বয়স হয় দশ বছর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও'।[১] অতিথিদের অবস্থানের জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা করা যাতে গৃহাভ্যন্তরের নারীদের গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

৩. বসবাসের প্রয়োজন :

বাসস্থান বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অতি বড় নে'মত। যা মানুষের বসবাসের জন্য আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। আল্লাহ বলেন,

---

১. *আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২; ছহীহাহ হা/৭৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮।*

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ-

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল এবং পশুচর্মের দ্বারা তোমাদের জন্য করেছেন তাঁবুর ব্যবস্থা। যা তোমরা সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থান কালে সহজে ব্যবহার করতে পার। আর এগুলির পশম, লোম ও চুল দ্বারা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন গৃহ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের কিছু কালের জন্য’ *(নাহল ১৬/৮০)*। এ আয়াতে আল্লাহ স্থায়ী ও অস্থায়ী দু’ধরনের গৃহের কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়টিই নে‘মত। গৃহে থাকে বসার জন্য চেয়ার, সোফা; শোয়ার জন্য খাট, পালং, চৌকি; প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য টয়লেট, পায়খানা; ওযূ গোসলের জন্য বাথরুম বা গোসলখানা ইত্যাদি থাকে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা। বিশ্রাম ও আরামের জন্য থাকে গ্রীষ্মে দেহ শীতল করার ব্যবস্থা এবং শীতকালে শরীর গরম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

৪. স্বাস্থ্যগত প্রয়োজন :

মানুষের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার জন্যও পৃথক আবাসস্থল প্রয়োজন। নিজেকে অস্বাস্থ্যকর স্থান থেকে রক্ষা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ছোঁয়াচে রোগ-ব্যাধি থেকে সুরক্ষার জন্যও প্রয়োজন নিরাপদ ও স্বতন্ত্র বাসগৃহ। তাছাড়া অসুস্থ ও রোগীদের সেবা-যত্ন ও পরিচর্যার জন্য দরকার নির্দিষ্ট আবাসস্থল।

৫. সামাজিক প্রয়োজন :

সমাজের বৃহৎ পরিসরের সকল সদস্যের আচার-আচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস-প্রকৃতি, আক্বীদা-বিশ্বাস ও ধর্ম-কর্ম এক রকম নয়। সুতরাং সমাজের নানা ধরনের মানুষের সাথে অবাধ মেলা-মেশা ও চলাফেরার সুযোগ দিলে শিশুদের মেধা-মনন ও চারিত্রিক গঠন কাঙ্ক্ষিত আদলে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পরিবারে স্বল্প পরিসরে একই মন-মানসিকতার সদস্যদের সাথে অবস্থানের ফলে তাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন, প্রাথমিক শিক্ষা ও চারিত্রিক গঠন কাঙ্ক্ষিতরূপে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রতিটি পরিবারের

জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র বাসগৃহ। এছাড়া বিবাহ-শাদী, ওয়ালীমা, ঈদ উৎসব প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের বসার ও আপ্যায়নের জন্য প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী-ঘর থাকা যরূরী।

৬. শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন :

রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্জা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ এবং দুশমন ও চোর-ডাকাতের কবল থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বাড়ী-ঘরের কোন বিকল্প নেই। খাদ্য গ্রহণ, বিশ্রাম নেওয়া ও নিদ্রার জন্যও মানুষের দরকার একটি নিরাপদ আশ্রয় তথা ঘর-বাড়ীর। সেই সাথে শীত ও গ্রীষ্মকালীন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষার জন্য আবাসস্থলের প্রয়োজন।

ইসলামী বাসগৃহের ভিত্তিমূল

মুসলমানদের বাড়ী-ঘর কেমন হবে, ধর্মীয় দিক থেকে কোন কোন বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে তা পরিচালিত হবে, সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নিম্নে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত :

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে দৃঢ় ঈমান, আল্লাহ্র ভীতি ও তাক্বওয়ার উপরে ইসলামী বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং পরিবারের সকল সদস্যকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী আদর্শের উপরে গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের বাড়ীকে ইসলামী বাড়ীতে রূপান্তরিত করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা সুদৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে তাক্বওয়ার ভিত্তির উপরে বাড়ী-ঘর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ،

'যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি রেখেছে আল্লাহভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর, সেই ব্যক্তি উত্তম? না যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম। অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/১০৯)*। উক্ত আয়াতটিতে গৃহ বলতে মসজিদকে উদ্দেশ্য করা

হ'লেও মুসলমানদের নির্মিত প্রতিটি অবকাঠামো, ভবন বা গৃহের ভিত্তিই হওয়া উচিৎ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপর।

২. সৌহার্দ্র্য ও সম্প্রীতি স্থাপন :

মুসলমানদের বাড়ী স্থাপিত হবে পরিবারে স্নেহ-ভালবাসা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখার ভিত্তিতে। আর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অনুকম্পা, অনুগ্রহ তথা দয়ার্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিচালিত হবে। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ،

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্র একত্বের ও অসীম ক্ষমতার) বহু নিদর্শন রয়েছে' *(রূম ৩০/২১)*।

আর দয়া-অনুকম্পা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ،

'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

৩. ইসলামী শরী'আত ও নবীর সুন্নাত মোতাবেক বাড়ী ও পরিবার পরিচালনা :

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের বাড়ী ও পরিবার পরিচালিত হবে। যাতে সেখানে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়। কারণ যেখানে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হবে সেখানে সুখ-শান্তি ও সৌহার্দ্র্য-সম্প্রীতি বিরাজ করবে। অনাচার-দুরাচার ও বিশৃঙ্খলা থাকবে না।

৪. আল্লাহ্র আনুগত্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করা :

সৎকর্ম তথা নেক আমল ও ভাল কাজ করার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং এসব কাজে একে অপরকে উৎসাহিত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে রাতে সজাগ হয়ে নিজে ছালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে। স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটায়'।[২]

৫. পারিবারিক ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা :

মুসলিম পরিবার ও বাড়ী যার উপরে ভিত্তি করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে তা হচ্ছে পারিবারিক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ– 'তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন ছালাতের সময় হ'ত তখন তিনি ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[৩]

পরিবারের সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

২. *আবূদাঊদ হা/১৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/১২৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৩৯।*

৩. *বুখারী হা/৬৭৬; মিশকাত হা/৫৮১৬।*

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে’।[৪]

৬. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় করা :

যে ভিত্তির উপরে মুসলমানদের বাড়ী ও পরিবার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, তা হচ্ছে পরস্পরের অধিকার আদায় করা। তারা যেমন পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে, তেমনি তা পালনের প্রতিও থাকে সদা তৎপর। আর ইসলাম স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করার। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর’ *(নিসা ৪/১৯)*।

স্ত্রীর হক বা অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যার মাধ্যমে বাড়ীর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا– ‘তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক

৪. বুখারী হা/২৫৫৪; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

আছে’।[৫] আবুদ দারদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ– ‘তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার রবের হক আছে, মেহমানের হক আছে এবং তোমার পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক হাকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর’।[৬]

রাসূল (ছাঃ) স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীদেরকে উত্তম উপদেশ দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ– ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে আবদ্ধ। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই’।[৭]

স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণকে ইসলাম স্বামীর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বলে উল্লেখ করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى. ‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকটে তোমাদের মধ্যে উত্তম’।[৮]

অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করার এবং তার হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ–

‘যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার,

---

৫. বুখারী হা/১৯৭৫, ৫১৯৯; মিশকাত হা/২০৫৪।

৬. বুখারী হা/৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।

৭. তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৮৮০।

৮. তিরমিযী হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩২৫২; ছহীহাহ হা/২৮৫।